দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 APR 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

২৩ এপ্রিল ছিল বিশ্বগ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস

শান্তা মারিয়া

বইয়ের জন্য আলাদা একটি দিন? হ্যাঁ, গত ২৩ এপ্রিল ছিল সেই দিন। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্বগ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস ছিল ২৩ এপ্রিল। গ্রন্থ প্রকাশ, বই পড়রার অভ্যাস গড়ে তোলা, বইকে জনপ্রিয় করা, গ্রন্থস্বত্ব বা কপি রাইট সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে ইউনেস্কো এই দিনটি গ্রন্থ দিবস হিসাবে পালন করছে। বইয়ের সঙ্গে ২৩ এপ্রিল তারিখটির প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯২৩ সালে। স্পেনের ক্যাটালোনিয়ার প্রকাশকরা এর প্রচলন ঘটান। ২৩ এপ্রিল তারিখটি বেছে নেয়ার কারণ হলো এদিন স্পেনের বিখ্যাত লেখক মিগুয়েল দ্য সার্ভেন্টিসের মৃত্যুদিবস। সার্ভেন্টিস শুধু স্পেনের নন, সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। তাঁর ডন বুইকুসট (ডন কিহোতে) উপন্যাসটি পড়েননি এমন শিক্ষিত লোক বিরল। যাই হোক, সার্ভেন্টিসের সম্মানেই এদিনটিকে স্পেনের ক্যাটালোনিয়ার প্রকাশকরা বই দিবস হিসাবে পালন করা শুরু করে। এ দিনের ঐতিহ্য অবশ্য আরও প্রাচীন। মধ্যযুগ থেকেই ২৩ এপ্রিল সেন্ট জর্জ দিবস হিসাবে পালিত হতো। এদিন উদযাপনের একটি বিশেষ রীতি ছিল যে, পুরুষেরা তাদের পছন্দের নারীকে গোলাপ উপহার দিবেন আর নারীরা গোলাপের বিনিময়ে দেবেন বই।

১৯২৫ সালের পর থেকে দিবসটির জাঁকজমক বাড়তে থাকে। এ সময় ক্যাটালোনিয়ায় প্রায় চার লাখ বই এবং চল্লিশ লাখ গোলাপ বিক্রি হয়।
১৯৯৫ সালে ইউনেস্কো যখন ২৩ এপ্রিলকে বিশ্ব গ্রন্থ দিবস হিসাবে ঘোষণা করে তখন ক্যাটালোনিয়ার এই উৎসবের কথা বিবেচনা করা হয়। ২৩ এপ্রিলের গুরুত্ব অবশ্য আরও বেশি। ২৩ এপ্রিল হলো উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্ম ও মৃত্যুদিবস। এ ছাড়াও এ দিনটি হলো ইনকা গার্সিলাসো ডে লা ভে গা এবং, জোসেফ প্লা'র মৃত্যুদিবস, মরিস ড্রুওন, ভ্লাদিমির নবোকভ, ম্যানুয়েল মেজা ভাল্লেজো এবং হালডোর লাক্সনেসের জন্মদিবস। ২৩ এপ্রিলকে সার্ভেন্টিস ও শেক্সপীয়রের মৃত্যুদিবস বলা হলেও দু'জনের মৃত্যু কিন্তু একদিনে হয়নি। সার্ভেন্টিস মারা যান ২৩ এপ্রিল। সে সময় স্পেনে জর্জিয়ান ক্যালেন্ডার চালু ছিল। আর ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। শেক্সপীয়র মারা যান জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৩ এপ্রিল। যা হোক ইউনেস্কো এ দিনটিকেই বেছে নিয়েছে গ্রন্থ ও গ্রন্থস্ব দিবস হিসাবে।
গ্রন্থ দিবস উপলক্ষে স্পেনে দু'দিনব্যাপী উৎসব হয়। এ উ পলক্ষে রাজা মিগুয়ে দ্য সার্ভেন্টিস পুরস্কার প্রদান করা হয়। দু'দিন দন কিহো উপন্যাসটিও পড়া হয়।
ইংল্যান্ডে বিশ্ব গ্রন্থ দিবস উদযাপন শু হয় ১৯৯৮ সালে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এর উদ্বোধন করেন লন্ডনে বিখ্যাত গ্লোব থিয়েটারে। এ উপলক্ষে ব্রিটেনের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এক পাউন্ডের টোকেন দেয়া হয় বই কেনা জন্য। আয়ারল্যান্ডেও একইভাবে পালি হয় বিশ্বগ্রন্থ দিবস।
এ উপলক্ষে এক পাউন্ড দামের স্পেশা কিছু বই প্রকাশিত হয় শিশুকিশোরদের জন্য। ২০০৬ সাল থেকে শুধু শিশুকিশোরদের জন্য নয় বড়দের জন্যও এক পাউন্ডের বই প্রকাশি হচ্ছে দেদার বিশ্বগ্রন্থ দিবসের ব্যাপ্তি ও জাঁকজমক ইংল্যান্ডে ক্রমশ বাড়ছে।
১৯৯৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় যখন ২ এপ্রিলকে বিশ্বগ্রন্থ দিব হিসাবে ঘোষণা করা হয় তখন অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল এ দিনটি জনপ্রিয়তা পাবে কি না। কারণ স্পেনীয় জনগণের কাছে দিনটি পরিচিত হলেও অন্যদের কাছে তো নয়। কিন্তু শেক্সপীয়রের মতো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নাম এর সঙ্গে যুক্ত হওয় ইংল্যান্ডে দিনটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। সেই সঙ্গে নবাকভ, জোসেফ প্লা-এর মতো মহান সাহিত্যিকদের না এ দিবসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এর আন্তর্জাতিকতা স্পষ্ট হয়েছে।
বাংলাদেশে বিশ্বগ্রন্থ দিবস এখনও পরিচিতি পায়নি। তবে গণমাধ্যমের সহায়তা পেলে এ দিনটি দেশব্যাপী পরিচিতি পেতে পারে।
বই পড়াকে উৎসাহিত করা, কপিরাই সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা, বই উপহার দিতে উৎসাহিত করা— মোটকথা বইয়ের প্রচার বাড়ানোর জ একটি বিশেষ দিন যদি থাকে, তাহলে তা যে কল্যাণকর হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।